দৈনিক খবর

তারিখ 09 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

১৪৪

২৪ বছর চাকরি করার পর

একজন শিক্ষিকার মেট্রিক পাস সার্টিফিকেট নিয়ে সংশয়

মানিকগঞ্জ, ৮ই মে।– সংবাদদাতা লুৎফর রহমান ইলিচ জানান, জাল সার্টিফিকেট দিয়ে ২৪ বছর চাকরি করার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বেগম দিল রওশন আক্তারের মেট্রিক থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত তিনটি সার্টিফিকেট বিতর্কিত। এ ব্যাপারে সাটুরিয়া থানা ম্যাজিস্ট্রেট সম্প্রতি তদন্ত করেন। বেগম দিল রওশন আক্তার ১৯৫৫ সনে মেট্রিক পাস করেন। মানিকগঞ্জ এম কে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বর্তমানে সরকারী) থেকে পাস করার সার্টিফিকেট বহন করলেও তাতে জন্ম তারিখ নেই। এমনকি সার্টিফিকেটটিতে বোর্ডের ক্রমিক নম্বর, রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই। এমনিভাবে ১৯৫৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় তিনি কোন্ বিভাগে পাস করেছেন তার উল্লেখ নেই এবং বোর্ডের রোল নম্বর নেই। তিনি ১৯৬৯ সালে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করেন। ১৯৬৯ সালের দাখিলকৃত সার্টিফিকেটটিও নভেম্বর মাসেই তোলা। এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দেখা দেয়, ফল প্রকাশের পূর্বেই সার্টিফিকেট লাভ করলেন কিভাবে?

বেগম দিল রওশন আক্তারের এসব জাল সার্টিফিকেট সংক্রান্ত খবর জানতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও কলেজে কোন তথ্য মেলেনি। চাকরি গ্রহণকালে তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্র জমা দিতে পারেননি। তার এইচএসসি ও ডিগ্রী সার্টিফিকেটে টাঙ্গাইলের কাগমারী এম এম আর্লী কলেজের নাম উল্লেখ থাকলেও কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সার্টিফিকেটে উল্লেখিত বছরগুলোতে ঐ নামের কোন ছাত্রী ভর্তি হয়নি। এছাড়া ১৯৬৯ সালের ১৫ই নভেম্বর ইস্যুকৃত ডিগ্রী সার্টিফিকেটের মনোগ্রাম বাংলাদেশ আমলের হওয়ার বিষয়টি আরো বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এসব জাল সার্টিফিকেট দিয়ে তিনি ২৪ বছর যাবৎ চাকরি করছেন। এ ব্যাপারে সাটুরিয়া থানা ম্যাজিস্ট্রেট ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তদন্ত করেন। তদন্ত রিপোর্টে তিনি বলেন, বেগম দিল রওশন আক্তারের মেট্রিক সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখ, বোর্ডের ক্রমিক নম্বর, রেজিস্ট্রেশন ও রোল নম্বর নেই। এইচএসসি সার্টিফিকেটে তিনি কোন্ বিভাগে পাস করেছেন এবং তার রোল নম্বর উল্লেখ নেই।

ডিগ্রী পরীক্ষার সার্টিফিকেট সম্পর্কে তদন্ত কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত তারিখের উল্লেখ না করে ১৯৮১ সালে সার্টিফিকেট উত্তোলনের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। বেগম দিল রওশন আক্তার যদি ডিগ্রী সার্টিফিকেট ১৯৮১ সনে উত্তোলন করে থাকেন তাহলে ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শিক্ষকতা করেছেন কিভাবে। দুইভাগে বিভক্ত তদন্ত রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগে বলা হয়েছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সার্ভিস বুক থাকে না। কিন্তু বেগম দিল রওশন আক্তারের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে দেখা যায় তিনি ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে সাটুরিয়া পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি তার জন্ম তারিখ ১৪–৬–৪৭ এবং ১৯৫৫ সালে মেট্রিকুলেশন পাসপূর্বক ১৯৯০ সাল পর্যন্ত টিচার বেনিফিটের টাকা গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় দেখা যায় তিনি মাত্র সাড়ে ৮ বছর মেট্রিক পাস করেছেন। পরবর্তীকালে নাগরপুর থানার মরুলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ফয়েজ খান ২৩–১২–৯০ইং তারিখে দিল আক্তারের একটি পরিচয়পত্র প্রদান করেন যাতে তার জন্ম তারিখ ৮–১–১৯৪১ লেখা হয়েছে। তারপর থেকে তার ব্যক্তিগত ফাইলে জন্ম তারিখ ৮–১–১৯৪১ উল্লেখ করে বেনিফিটের টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। তার এই জন্ম তারিখের হেরফের, পরিবর্তন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন সূত্রের উল্লেখ নেই এবং ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন নেই। তদন্ত রিপোর্টের শেষ অংশ বলা হয়েছে, সার্টিফিকেটগুলো জাল কি–না তা কেবল সংশ্লিষ্ট বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বলতে পারবেন। প্রকাশ থাকে যে, সাটুরিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ জলিলের দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত খবর দৈনিক খবর–এ প্রকাশ পাওয়ার পরই বেগম দিল রওশন আক্তারের জালিয়াতি সংক্রান্ত তথ্যাদি আমাদের কাছে আসে।